জাঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা

নগদ মূল্য ৵০ এক আনা।

শ্রী বিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের একস্‌রের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৩শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৩ই ভাদ্র বুধবার ১৩৬৩ ইংরাজী 29th Aug. 1956 | ১৬শ সংখ্যা

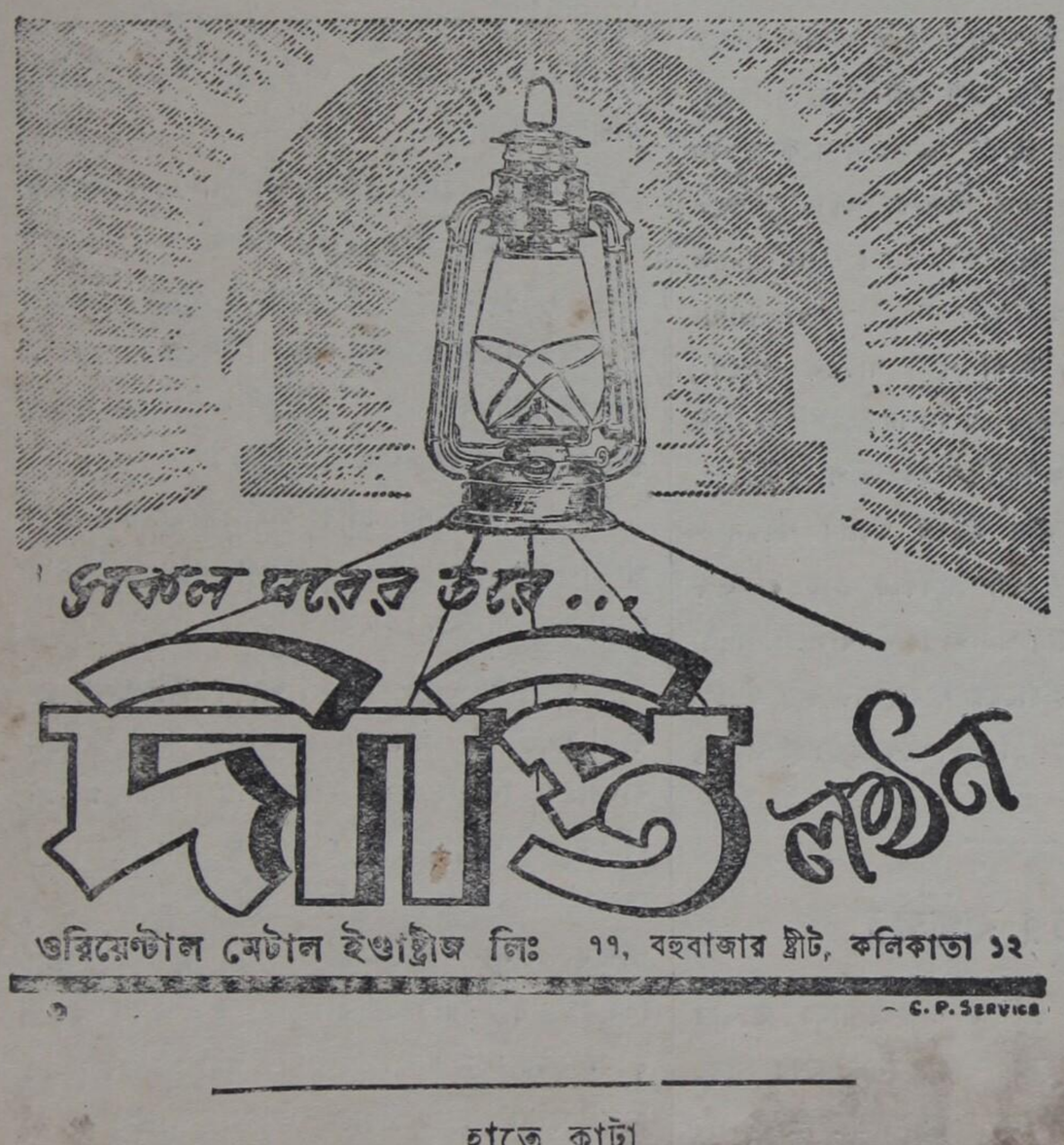

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৬

১৯৫৬ সালের ডিক্রীজারী

১৩৯ খাং ডিঃ সেবাইত পদ্মকামিনী দেবী দেং রায়কিশোরী দেবী দাবি ২৮।৵৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে সোনাটিকুরী ৫২ শতকের কাত ৩৸০ আঃ ৫৲ খং ১৮৮ রায়ত স্থিতিবান

১৪০ খাং ডিঃ ঐ দেং রাধাকান্ত ভট্টাচার্য্য ওরফে কালু দাবি ৩৫৷৷৵৬ মৌজাদি ঐ ৮৭ শতকের কাত ৫৷৷৵০ আঃ ৮৫৲ খং ৯৭ রায়ত স্থিতিবান

৯৬ খাং ডিঃ সুকুমার রায় দিং দেং রকিনা বিবি দাবি ৪৪৷৷৶০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে চর বাগভাঙ্গা ১-৯৪ শতকের কাত ৬৲ আঃ ১৯০৲ খং ৯১৮ রায়ত স্থিতিবান

৯৭ খাং ডিঃ ঐ দেং জিয়ারুদ্দী মণ্ডল দাবি ৩৯৸৵০ মৌজাদি ঐ ১-৬১ শতকের কাত ৫৲ আঃ ১৬৫৲ খং ৯১৮ ঐ স্বত্ব

৯৮ খাং ডিঃ ঐ দেং ইসপ মণ্ডল দাবি ৩৯৸৵৯ মৌজাদি ঐ ১-৬১ শতকের কাত ৫৲ আঃ ১৬৫৲ খং ৯১৮ ঐ স্বত্ব

৯৯ খাং ডিঃ ঐ দেং মহাম্মদ মহসেন আলি মুন্সী দাবি ২৪৵৯ মৌজাদি ঐ ৬৬ শতকের কাত ২৲ আঃ ৬৫৲ খং ৯১৮ ঐ স্বত্ব

১০০ খাং ডিঃ ঐ দেং আবদুল মজিদ বিশ্বাস দিং দাবি ৫৬৸৵৯ মৌজাদি ঐ ২-৬৪ শতকের কাত ৮৲ আঃ ২৬০৲ খং ৯১৮ ঐ স্বত্ব

১৩৫ খাং ডিঃ হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় দিং দেং সাওকাত আলি সেখ দিং দাবি ৩০৵৬ থানা সুতী মৌজে হিলোড়া ৮২ শতকের কাত ৩৸৯ আঃ ৮০ খং ২৭৩৯ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব

১৩৬ খাং ডিঃ ঐ দেং শক্তিশেখর ঘোষ দাবি ১৮৷০ মৌজাদি ঐ ১-১২ শতকের কাত ৩৲ আঃ ১১০৲ খং ২৫৭৬ ঐ স্বত্ব

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৩ই ভাদ্র বুধবার সন ১৩৬৩ সাল।

উদ্ধৃতি

১৯৪৭ এর ১৫ই আগষ্ট শুভ স্বাধীনতার আবির্ভাব হয়। ১৯৪৭ এর ২২শে ডিসেম্বরের ইংরাজী কাগজ হইতে একটি ভাষণ অবিকল উদ্ধৃত করিলাম। যাঁহারা ইংরাজী জানেন না তাঁহাদের জন্য বঙ্গানুবাদও দেওয়া হইল।

"Non-Hindi Areas of Bihar

West Bengal's Claim.

Dr. Rajendra Prasad's Speech at Patna.

Dec. 20—Speaking at the local Hindi Sahitya Sammelan on the occasion of opening the libraries for the children's and the women's section this evening Dr. Rajendra Prasad snubbed Bihar Hindi Sahitya Sammelan in not propagating Hindi in Singbhum and Dhalbhum areas, which has resulted in West Bengal's claiming these areas.

He said: "It is because of the negligence and inactivity of Bihar Provincial Hindi Sahitya Sammelan that Singbhum and Dhalbhum are being claimed by West Bengal for their being non-Hindi speaking areas."

Continuing he observed there were vast tracts in Bihar where Hindi was not widely spoken and it is the bounden duty of Hindi Sahitya Sammelan to advance the cause of the Hindi language in these areas. In this connection he emphasised the need of propagating Hindi in Singbhum, Dhalbhum and such other areas so that these tracts might be claimed as absolutely Hindi speaking areas and thus the danger to territorial integrity of Bihar might be averted.

He further said there were about 50 lakhs of aborigines in Chotanagpur and Santhal Parganas who can not speak or understand Hindi. The Sammelan must take the responsibility of spreading Hindi, the national language of India among them."

বিহারের অহিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চল পশ্চিম বঙ্গের দাবী

পাটনায় ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের ভাষণ।

ডিসেম্বর, ২০—অদ্য সন্ধ্যায় বালক-বালিকা ও মহিলা বিভাগের জন্য পাঠাগারের দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে স্থানীয় হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনে ভাষণ-দান কালে ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ সিংভুম ও ধলভুম অঞ্চলে হিন্দীভাষা-বিস্তারে অবহেলা করায় বিহার-হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলনকে ধমক দিয়া বলেন—তাহাদের অবহেলার ফলেই পশ্চিম বঙ্গ এই অঞ্চলগুলি দাবী করিতেছে।

তিনি বলেন, "বিহার প্রাদেশিক হিন্দী-সাহিত্য সম্মেলনের অবহেলা এবং অক্ষমতার জন্যই পশ্চিম বঙ্গ সিংভুম ও ধলভুম অহিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চল বলিয়া উহাদের উপর দাবী উত্থাপন করিয়াছে।"

তিনি আরও বলেন, "বিহারে বিস্তৃত অঞ্চল হিন্দী ভাষা ব্যবহার করে না এবং এই সমস্ত অঞ্চলে হিন্দী ভাষার স্বার্থবিধানে চেষ্টা করা হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলনেরই অবশ্য করণীয়।" এতৎ সম্পর্কে তিনি সিংভুম, ধলভুম এবং এই প্রকার অন্যান্য অঞ্চলে হিন্দী বিস্তারের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিতে বলেন, যাহাতে এই স্থানগুলি সম্পূর্ণ হিন্দী ভাষা-ভাষী অঞ্চল বলিয়া দাবী করা যাইতে পারে; বিহার রাজ্যের অখণ্ডতায় যে বিপদ দেখা দিয়াছে এই প্রকারেই তাহা অপসারিত হইতে পারে।

তাঁহার ভাষণে তিনি ইহাও উল্লেখ করেন—ছোট নাগপুর ও সাঁওতাল পরগণায় প্রায় ৫০ লক্ষ আদিম অধিবাসীর বাস, উহারা হিন্দী বলিতে অথবা বুঝিতে পারে না। ইহাদের মধ্যে ভারতের জাতীয় ভাষা হিন্দী প্রচারের দায়িত্ব সম্মেলনকেই লইতে হইবে।"

প্রভুর কণ্ঠস্বর

কংগ্রেসের পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ সমূহের সীমা নির্দ্ধারণের সময় উপস্থিত হইল। ইতিমধ্যেই ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ভারতের রাষ্ট্রপতির আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন; তখন তিনি বিহারী হইয়াও একা বিহারের নন, তিনি সমস্ত ভারত সাম্রাজ্যের অধিবাসিগণের আপনার জন। সকলেই তাঁহার সুবিচারের সমান অধিকারী। তাঁহাকে নিরপেক্ষভাবে কি বিহারী, কি বাঙ্গালী, কি উড়িয়া, কি মাদ্রাজী, কি গুজরাটী, কি মারাঠি সকলকে সমান চক্ষে দেখিতে হইবে। পশ্চিম বাংলা ও বিহার উভয় প্রদেশ মধ্যে সীমা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ রাষ্ট্রপতি হইবার পরও কলিকাতায় আসিয়া বাংলা ভাষায় ভাষণ দিয়া তাঁহার জ্ঞানার্জ্জন ভূমি বাংলার কাছে তিনি যে ঋণী একথা বলিতেও বিস্মৃত হন নাই। সীমা নির্দ্ধারণ ব্যাপারে পশ্চিম বাংলা ও বিহার দুই বিবদমান প্রদেশ। কিন্তু কি জানি সীমা নির্দ্ধারণ কমিশনের প্রধান ব্যক্তি নিযুক্ত হইলেন জনৈক বিহারী জনাব সৈয়দ ফজর আলি। সীমা নির্দ্ধারণে পশ্চিম বাংলা তাহার দাবিকৃত পরিমাণ ভূমি অপেক্ষা অনেক কম পাইল এই কমিশনের নির্দ্দেশে। জনাব সৈয়দ ফজর আলি সাহেব বর্ত্তমানে আসাম প্রদেশের রাজ্যপাল পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।

কমিশন বিহারের যে অংশ পশ্চিম বাংলাকে দিবার নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন তাহাতেও বিহার সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ শ্রীকৃষ্ণ সিংহ প্রমুখ ব্যক্তিগণ অসন্তুষ্টির আন্দোলন শুরু করিয়া দিলেন। তিনি কুরুরাজ দুর্য্যোধনের মত প্রতিজ্ঞা করিলেন—সূচ্যগ্র মৃত্তিকা পশ্চিম বাংলাকে দিবেন না।

তখন কংগ্রেসের চারি প্রধান নেহেরু-ডেবর-আজাদ-পন্থ আবার বিচারে বসিয়া গেলেন। ইহা জানা কথা যে শ্রীনেহেরু যা বলিলেন তাহাতে বাকি তিন জন **সম্মতিসূচক মাথা নাড়া আইনের হুঁ ধারা মতে** কমিশন বিহারের যেটুকু অংশ পশ্চিম বাংলাকে দিয়াছিলেন তাহাও ছাঁটিয়া কমাইয়া দিলেন। রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ তাঁহার শিক্ষা লাভের জন্য বাংলার ঋণ স্বীকার করেন, পশ্চিম বাংলার হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বিহারের রাজধানী খাস পাটনা সহরে ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন বলিয়া স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির নিকট ঋণী। চারি প্রধানের বিচারে পশ্চিম বাংলা যে ভূমি-মুষ্টি বিহারের নিকট পাইবার নির্দ্দেশ পাইল—এই তো জন্মভূমি বিহারের ঋণ পরি-

শোধের সুবর্ণ সুযোগ ভাবিয়া টাটা কোম্পানিকে জল দানের অছিলা করিয়া বিহারের সুসন্তান পশ্চিম বাংলার ঘাড় কাটিয়া বহু বর্গ মাইল জমির সদ্গতি করিলেন। ইহাতেও জন্মভূমির ঋণ শোধ হইল না ভাবিয়া কিংবা অন্য কোন সদুদ্দেশ্যে সমস্ত পশ্চিম বাংলাটাকে বিহারের চরণে সমর্পণের কল্পনা করিয়া মার্জ্জারের ধূয়া তুলিলেন। এই কল্পনাকে বাহবা দিলেন ভারতের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহেরু। এই মার্জ্জারকে আশীর্ব্বাদ জানাইল অমৃতসরের অধিবেশনে নিখিল ভারত কংগ্রেস। কার সাধ্য রোখে এই মার্জ্জারকে। ডাঃ মেঘনাদ সাহা

"আপনি মরে মড়ার দেশে
আনলো বরাভয়।"

উত্তর পশ্চিম কলিকাতায় লোকসভার উপনির্ব্বাচনে

"অল্পানামপি বস্তূনাং সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা।
তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈর্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ॥

"ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু মিলে সাধে বড় কাজ,
তৃণ মিলে রজ্জু হ'য়ে বাঁধে গজরাজ।"

কতকগুলি ক্ষুদ্র দল মিলিয়া ৩৩০০০ ভোটে সর্ব্বশক্তিমান্ কংগ্রেসের প্রার্থীকে পরাজিত করিয়া—

"দেশে আন্‌লো মাভৈঃ বিজয়মন্ত্র—
বলহীনের বল।"

লোক সভায় সীমা নির্দ্ধারণ বিল উঠিল—সিলেক্ট কমিটি পশ্চিম বাংলার কাটা প্রাপ্যকে আরও কাটিয়া কিঞ্চিৎ করিয়া দিল। বর্ত্তমানে সাধু সন্ত পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থঃ এই টুকরো দান পশ্চিম বঙ্গকে লইতে বাধ্য করিবার জন্য ইহাই শেষ হুকুম বলিয়া ঘোষণা করিলেন। একটু 'কিন্তু' যে না রেখেছেন, তা নয়, জরিপ করিবার জন্য একজন সার্ভেয়ার নিযুক্ত করিবার কথা খোঁচ রাখিয়াছেন। এতে পশ্চিম বাংলার সুবিধা হইবে না, বিহারকে এমন অভয়ও ইঙ্গিতে দিয়াছেন।

পশ্চিম বাংলার কংগ্রেসাধিপ শ্রীঅতুল্য ঘোষও পশ্চিম বাংলার প্রাপ্যে বাদ সাধিতে কসুর করেন নাই। বিহারে যাঁর জন্ম তাঁর জন্মোৎসব ইনি অনুষ্ঠান করেন বাংলার বুকের রক্ত দিয়া। ইঁহাদের ঋণ শোধ করিবার সময় আগতপ্রায়। রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে ডাঃ প্রসাদ পাটনায় যে ভাষণ দেন, আজ আট বৎসর পরেও "প্রভুর কণ্ঠস্বর" বলিয়া আজও কাজ করিতেছে। সুক্ষণে গ্রামোফোন কোম্পানী এই "প্রভুর কণ্ঠস্বর" মার্কা গানের কল চালু করিয়া অত্যন্ত লাভবান হইয়াছেন।

অনশন না প্রহসন!

বলিহারী ভাষা-ভিত্তিক সীমা নির্দ্ধারণ মহাযজ্ঞ! কত স্থানে এই অনুষ্ঠানে কত নরমেধ, কত নারীমেধ, কত শিশুমেধ যজ্ঞক্রিয়া সম্পন্ন হইল। হিন্দু মাত্রেই ছিন্নমস্তা দেবীমূর্ত্তি দেখিয়াছেন। ছিন্নমস্তা দেবী নিজের মস্তক ছেদন করিয়া, গ্রীবাদেশ হইতে যে রক্তধারা বেগে উর্দ্ধে উঠিয়া ধারাকারে নিপতিত হইতেছে, নিজের কাটা মুণ্ড স্বহস্তে ধরিয়া সেই রক্ত পান করাইতেছেন।

ভারতমাতা ছিন্নমস্তা হইয়া নিজের রক্তে পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই। পাঞ্জাবে, পূর্ব্ব পাকীস্থানে বহু রক্তপাত হইয়াছে। পাগলা বিদ্রোহী কবি নজরুল পাগলী মাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—

বহুৎ পাঁঠা মোষ খেয়েছিস্,
রাক্ষসী তোর যায়নি ক্ষুধা।
আয় চলে আয়! খাবি এবার
নিজের ছেলের রক্ত সুধা॥

তাই মা আমাদের ছিন্নমস্তা হওয়ার পর অহিংস রাজ্যে হিংসার প্রচণ্ড নাচন দেখাইয়া নিজের ছেলের রক্তপান করিতেছেন। কিছু দিন আগে বোম্বাই সহরে মা মুম্বা দেবীর পীঠস্থানে যিনি "স্যুট টু কিল" মন্ত্রে মায়ের রক্ত পিপাসা মিটাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, আজ আমেদাবাদে তিনিই অনশনে আত্মত্যাগ ইচ্ছা করিয়াছেন। অদৃষ্টের পরিহাস! ২৬শে আগষ্ট তাঁহার অনশন ভঙ্গের কথা ২৭শে কাগজে দেখা গেল অনশন ভঙ্গ হইয়াছে। তবে আবার তাঁর ফাঁকা সভায় শ্রোতাহীনতা হয় নাই। সভা যতক্ষণ চলিয়াছিল, ঢিল পাথর নিক্ষেপ চলিয়াছিল। পুলিশের কাঁদুনে গ্যাস গুলি চলিয়াছে। ১ জন নিহত ও ১০ জন আহত হইয়াছে। আহতদের মধ্যে একটি স্ত্রীলোক আছে। মোরারজীর বক্তৃতামঞ্চে প্রস্তরাদি নিক্ষেপের ফলে তাঁহার পত্নী শ্রীমতী গজরবেন দেশাই ও কংগ্রেস সভাপতি শ্রীদেবরও আহত হন।

মহাত্মাজী অনশন করিতেন—আত্মশুদ্ধির জন্য আর আমার বক্তৃতা কেহ শুনিল না বা বাহবা দিল না বলিয়া অনশন না প্রহসন! অনেক অনশন সংবাদ কাগজে পড়িয়াছি। প্রায়গুলিতে বাঁচিবার আকাঙ্ক্ষা লইয়া লবণজল খাওয়া, ভিচি ওয়াটার খাওয়া শোনা যায়। এই সব অনশন "এইবার অনুরোধ করিলেই খাইব" কিংবা

"মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব।
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব॥"

মান অভিমানের অভিনয় ছাড়া কিছু নয়। বাংলার স্বর্গত **"যতীন দাস"**এর অনশনের ও **"শ্রীরামালু"**র অনশনের নিরম্বু অনশনের প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে কেহই পারেন নাই। বাঁচিবার পূর্ণ চেষ্টা রাখিয়া এটা ওটা খাইয়া অনশন, প্রহসন ছাড়া আর কিছু নয়।

ভরা ভাদরে প্লাবন

ভাদ্রের এক তৃতীয়াংশ গত হইয়া নদীসমূহের জল অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া জঙ্গিপুর মহকুমার ধুলিয়ান অঞ্চলে অনেক দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত গ্রহস্থের ঘর বাড়ী ডুবিয়া গিয়া গরু-বাছুর ও পরিবারবর্গের দারুণ কষ্ট হইয়াছে। কাঞ্চনতলা স্কুল কর্ত্তৃপক্ষ স্কুলের দ্বিতীয় টার্মিনাল পরীক্ষা বন্ধ করিয়া স্কুল ও বোর্ডিং গৃহে বিপন্নগণকে আশ্রয় দিয়াছেন। জেলা শাসক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মজুমদার, মহকুমা শাসক শ্রীসুধীন্দু চৌধুরী, সার্কেল অফিসারগণ বিপন্ন অঞ্চলে সাহায্য করিবার জন্য যাঁহার যেমন শক্তি চেষ্টার ত্রুটি করিতেছেন না। ইতিমধ্যে ২০০ শত মণ চাউল, ১৫০০০৲ টাকা ধুলিয়ানে প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে লইয়া গঠিত রিলিফ কমিটির সহায়তায় বিতরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সদ্য সদ্য বিনা রন্ধনে খাইতে পারে তার উপযোগী চিড়ে, চিনি ও গুঁড়া দুধ বিতরণের ব্যবস্থা হইয়াছে।

রঘুনাথগঞ্জ পোষ্ট অফিস

আগামী ১লা সেপ্টেম্বর শনিবার হইতে রঘুনাথগঞ্জ পোষ্ট অফিসে বেলা ১০টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত কাজ হইবে।

সি. কে. সেনের আর একটি

অনবদ্য সৃষ্টি

পুষ্পগন্ধে সুরভিত

ক্যাস্টর অয়েল

বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিস্রুত ক্যাস্টর
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য্য বর্ধনে
অনুপম।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১৭

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেণ্ট :— ডাঃ ডি, ডি, হাজরা

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্
এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।
এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ,
টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে
মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত